শিশুরঞ্জন রামায়ণ।

[টেক্‌ষ্ট্‌-বুক্‌-কমিটি কর্ত্তৃক
মধ্যশ্রেণী স্কুল সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর
পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট।]

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
[illegible]

(সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা:
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি।

অক্টোবর, ১৮৯৪

কলিকাতা

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৪, মুসলমানপাড়া লেন, [illegible]

শ্রীবরদাপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
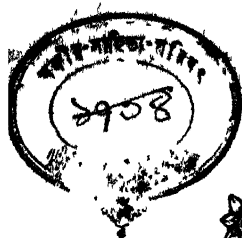
এ দেশের বালকবালিকাগণ সকলেই রামায়ণের গল্প শুনিতে ভালবাসে। রামায়ণের ইতিহাস যেরূপ মনোহর, নীতিও [illegible] শিক্ষাপ্রদ; এই নিমিত্ত ইহার স্থূল বিবরণটি লইয়া, শিশুদিগের [illegible] এই ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তকখানি লিখিত হইল।

যেরূপ [illegible] করিয়াছিলাম, পুস্তকখানিকে ঠিক সেইরূপ করিতে পারি নাই। সাধারণে ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, ভবিষ্যতে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মা।

কলিকাতা,

২৬শে পৌষ, শক ১৮৯২।

শিশুরঞ্জন রামায়ণ পড়িয়া বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার প্রণীত "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" দেখিয়া প্রীত হইলাম, কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে, "প্রীত হইলাম" বলা সার্থক হয় না। এখনকার শিশুরা রুসিয়ার পিটর বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে, কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে। যাঁহারা বিদ্যালয়ে পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষতিবোধ করেন না। না করুন, কিন্তু রামায়ণে যে উচ্চনীতি আছে তাহার শিক্ষায় যে বালকেরা বঞ্চিত হয়, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। ভরসা করি, তোমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে সে অভাব মোচন হইবে। ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে। ইতি, তাং ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৯১।"

সূচীপত্র।

শিশুরঞ্জন রামায়ণ

রামচন্দ্রাদির জন্ম।

সুন্দর সরযূ-তটে, চিত্র সম চিত্রপটে,
মনোহর অযোধ্যা নগর,
পুরাকালে সেই স্থলে, স্থাপিলেন ভুজবলে
রাজত্ব ইক্ষ্বাকু নরবর।
সেই লোক-বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুর কুলে জাত
সত্যব্রত রাজা দশরথ,
বহু বর্ষ প্রীতমনে, পালিলেন প্রজাগণে,
আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপথ।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা নামেতে তাঁর
তিন রাণী ছিলা গুণবতী,
কেবল অপত্য-ধনে বঞ্চিতা বলিয়া, মনে
ছিলেন দুঃখিতা সবে অতি।
রাজাও চিন্তিত তায়, রাজ্য ধন সমুদায়
বৃথা হায়, বিনা পুত্রধন,

বহু যজ্ঞ তপ দান করিলেন অনুষ্ঠান,
পুত্রলাভ হেতু সে কারণ।
এইরূপে কিছু কাল কাটাইলে মহীপাল,
হ'ল শুভ-অদৃষ্ট সঞ্চার,
চারি পুত্র মনোহর, পূর্ণ চারি শশধর,
উজ্জ্বল করিল গৃহ তাঁর।

রামচন্দ্রাদির বাল্যশিক্ষা।

পুত্র লভি হইলেম রাজা পূর্ণকাম,
যথাকালে শিশুদের রাখিলেন নাম।
কৌশল্যা-তনয় রাম জ্যেষ্ঠ সকলের,
হইল ভরত নাম কৈকেয়ী-সুতের।
সুমিত্রার গর্ভজাত দুইটি নন্দন,
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নাম করিল ধারণ।
শুক্লপক্ষ-শশিকলা সম শিশুচয়,
বাড়িতে লাগিল নিত্য নব শোভাময়
খেলার বয়স তারা পাইল যখন,
একত্র খেলিতে রত হ'ল চারিজন।

বাল্যেই লভিল হেন প্রীতি পরস্পর,
স্বর্গ যেন আনিল এ মর্ত্তের ভিতর।
পরস্পর হেন সখ্য যদিও তাদের,
তথাপি লক্ষ্মণ কিছু ঘনিষ্ঠ রামের।
সেইরূপ অবিকল বাল্যকাল হ'তে,
শত্রুঘ্ন নিরত কিছু হইল ভরতে।
তাদের সুন্দর সখ্য করি নিরীক্ষণ,
পুলকে পূরিত রাজা আর রাণীগণ।
যথাকালে সবে রাজা সুশিক্ষার তরে,
সমর্পিলা সুপণ্ডিত শিক্ষকের করে।
তারাও আরম্ভ করি মনের হরষে,
পড়িল অনেক শাস্ত্র নবীন বয়সে।
ব্যায়াম ক্ষত্রিয়োচিত, ধনুর্ব্বেদ আর
শিখিল বীরের বিদ্যা বহুল প্রকার।
যৌবন-সীমায় তাঁরা হ'লে উপনীত,
বীর বলি' দেশে সবে হইলা পূজিত।
ছিলেন বয়সে বড় রাম সবাকার,
গুণেও সে উচ্চপদ রহিল তাঁহার।
নিত্য হেরি গুণধর হেন পুত্রগণে,
লভিতে লাগিলা রাজা স্বর্গসুখ মনে।

বিশ্বামিত্রের আগমন।

একদা প্রভাতে নিশি, বিশ্বামিত্র মহা-ঋষি,
উপনীত রাজার সভায়,
রাজা হেরি মুনিবরে, সমুচিত সমাদরে,
প্রীতি ভরে পূজিলেন তাঁয়।
পরস্পর আলাপনে, আপ্যায়িত দুই জনে,
দুই জনে আনন্দে বিভোর,
প্রীতমন তপোধন, রাজারে তখন কন,
"শুন রাজা, নিবেদন মোর।
যজ্ঞেতে হইয়া ব্রতী, বিপন্ন হ'য়েছি অতি,
নাশে যজ্ঞ আসিয়া রাক্ষস,
তাদের দমন তরে, দিয়া রাম বীরবরে,
পূর্ণ কর আমার মানস।"
শুনিয়া মুনির কথা, পবনে সমুদ্র যথা,
আকুল হইলা মহীপতি,
তথাপি তাঁহার বাণী সদা পালনীয় জানি,
অবশেষে দিলেন সম্মতি।
রাম লক্ষ্মণেরে ল'য়ে, তখন প্রফুল্ল হ'য়ে,
বিশ্বামিত্র মহাতপোধন,

দশরথে সম্ভাষিয়া, বহু আশীর্ব্বাদ দিয়া,
চলিলেন নিজ তপোবন।

তাড়কাবধ ও যজ্ঞরক্ষা।

মনোহর গিরি নদী বন উপবন,
চলিলেন অতিক্রম করি তিন জন।
বহু দূরে গিয়া, এক বনের মাঝার
শুনিলেন তাড়কার ভৈরব হুঙ্কার।
রাক্ষসী ভীষণা সেই বহু বল ধরে,
সর্ব্ব জীব থরহরি কাঁপে তার ডরে।
করে সদা প্রাণিহত্যা, যজ্ঞভাগ গ্রাস,
রামে দেখি ক্রোধে এল করিবারে নাশ।
মুনির আদেশে তারে করি খান খান,
তপোবনে শান্তি রাম করিলেন দান।
অবশেষে বিশ্বামিত্র মুনিবর সনে,
উপনীত হইলেন তাঁর তপোবনে।
মারীচ সুবাহু—দুই পুত্র তাড়কার,
রুষ্ট হ'য়ে এল সেথা ছাড়িয়া হুঙ্কার।
শরাসনে করি রাম শর-সংযোজন,
সুবাহু রাক্ষসে নাশ করিলা তখন।

বিদ্ধ হ’য়ে বাণে, পেয়ে নিদারুণ ক্লেশ,
মারীচ পলায়ে গেল ছাড়িয়া সে দেশ।
তখন মুনির যজ্ঞ করিতে রক্ষণ,
সাবধান রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

হরধনুর্ভঙ্গ।

নিরাপদে যজ্ঞ শেষ হ’লে তার পর,
সঙ্গে রাম লক্ষ্মণেরে ল’য়ে ঋষিবর,
রাজ-ঋষি জনকের যজ্ঞ-দরশনে,
মিথিলায় চলিলেন আনন্দিত মনে।
জনকের পুরে তাঁরা হ’লে উপনীত,
করিলেন রাজা সবে পূজা সমুচিত।
পরে রাম-লক্ষ্মণের গুণ-পরিচয়
পেয়ে তিনি হইলেন প্রীত অতিশয়।
সুন্দর নবীন দেহ সদ্‌গুণ-আধার,
দেখিতে লাগিলা রাজা স্নেহে বার বার।
বিশ্বামিত্র মুনিবর এ হেন সময়
কহিলা তাঁহারে [illegible] প্রফুল্ল-হৃদয়,
“বিশাল যে হরধনু আছে তব ধাম,
আনাও ভূপতি! উহা দেখিবেন রাম।”

মুনির ইচ্ছায় রাজা জনক তখন,
ধনু তরে পাঠাইয়া অনুচরগণ,
বিশ্বামিত্রে কহিলেন, "দেব! তব কাছে
বিশেষিয়া কহি মোর প্রতিজ্ঞা যে আছে।
যে দিবে ইহাতে গুণ, দিব আমি তায়,
গুণ-বিভূষিতা মম দুহিতা সীতায়।"
হেন কালে ধনু ল'য়ে অনুচরগণে,
মুনির সম্মুখে আনি রাখিল যতনে।
রাজার ইচ্ছায়, তায় গুণ সংযোজন
করিতে কহিলা ঋষি রামেরে তখন।
শিরে ধরি সে আদেশ উঠিলেন রাম,
করে ভীম হরধনু নয়নাভিরাম।
আকর্ষিতে বাহুবলে করি গুণ দান,
মড় মড় শব্দে ধনু হ'ল দুই খান।
হইল সকল লোক চমৎকৃত অতি,
হইলা বিস্মিত প্রীত জনক ভূপতি।

রামচন্দ্রের বিবাহ।

বিশ্বামিত্রে কহিলেন জনক তখন,
"আজি দেব! আনন্দের তুমিই কারণ।

রাজা দশরথে আনি মিথিলা নগর,
পূরাও এখন মোর আশা, মুনিবর!
রাজার কথায় ঋষি দিলেন সম্মতি,
অযোধ্যায় গেল দূত অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে হ'লে উপনীত সে নগরে দূত,
রামের বীরত্ব রাজা শুনিলা অদ্ভুত।
অবিলম্বে সমারোহ করিয়া তখন,
মিথিলাভিমুখে রাজা করিলা গমন।
উপনীত হ'লে তিনি মিথিলা নগরে,
জনক তুষিলা তাঁরে মহা সমাদরে।
ঊর্ম্মিলা মাণ্ডবী সীতা শ্রুতকীর্ত্তি নামে
ছিল চারি কন্যা, রাজা জনকের ধামে।
রূপসী ঊর্ম্মিলা সীতা—দুই কন্যা তাঁর,
অন্য দুই কন্যা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার।
দশরথ নৃপতির চারি পুত্র সনে,
বাঁধিতে এ কন্যা চারি বিবাহ-বন্ধনে,
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি সকলে সভায়,
অনুরোধ করিলেন জনক রাজায়।
রূপে গুণে অনুপম দেখি চারি ভাই,
চাহিতেছিলেন যেন তিনিও তাহাই।

মিলিল মনের কথা, জনক ভূপতি
আগ্রহের সহ তায় দিলেন সম্মতি।
পরে শুভক্ষণে রাজা পুলকিত-প্রাণ,
চারি জনে চারি কন্যা করিলেন দান।
রামে সমর্পিলা সীতা, ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণে,
মাণ্ডবী ভরতে, শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘনে।
দরিদ্রে করিলা দান অন্ন বস্ত্র ধন,
কৌতুকে ভোজনে তৃপ্ত সকলের মন।
পরিয়া আলোক-ভূষা মিথিলা নগরী,
উল্লাসে করিল গত বিলাস-শর্ব্বরী।
প্রাতে রাজা দশরথ সুমধুর ভাষে,
বিদায় লইলা মাগি জনকের পাশে।
ল'য়ে বরবধূ-চয় অনুচরগণ,
অযোধ্যা-উদ্দেশে সুখে করিলা গমন।
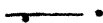
পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

এ হেন সময় জামদগ্ন্য ঋষি
শিরে রুক্ষ জটা-ভার,
স্কন্ধেতে পরশু, করে ভীম ধনু,
দেখা দিলা ভীমাকার।

গর্ব্বিত বচনে রামে সম্বোধিয়া
কহিলা কর্কশ স্বরে,
"আসিলাম দ্রুত আজি রাম ! তব
বীরত্ব-পরীক্ষা তরে।
ভাঙ্গিয়াছ মূঢ় ! শৈব শরাসন,
স্পর্দ্ধা দেখি বড় তোর,
দেখা বীরপনা, করি আকর্ষণ
বৈষ্ণব কার্ম্মুক মোর।
একবিংশ বার ক্ষত্রিয়-শোণিতে
পূজ্য-পিতৃ-সন্তর্পণ
করিলাম পূর্ব্বে,— আজি করিব
ক্ষত্র-রক্ত নিরীক্ষণ।"
ভয়ব্যস্ত সবে হেরি সেই মূর্ত্তি,
শুনি বাক্য বজ্রময় ;
রাজা দশরথ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি
করিলেন অনুনয়।
ক্রোধিত ভার্গবে প্রসন্ন করিতে
চাহিলা বিনয়ী রাম,
দম্ভে না করিলা কর্ণপাত তায়,
ভার্গব হইয়া বাম।

গর্ব্ব-ভরে রামে কহে পুনঃপুন
আরক্ত লোচন ঘোর,
"দেখা বীর্য্য, ভীরু! করি আকর্ষণ
বৈষ্ণব কার্ম্মুক মোর।"
ধনুর্জয়ী রাম স্বকরে তখন
লইলা কার্ম্মুক ফের,
আকর্ষিয়া বলে, মুহূর্ত্তে করিলা
গর্ব্ব খর্ব্ব ভার্গবের।
বিস্ময়ে তখন স্তুতি করি রামে,
জামদগ্ন্য মহাবলী,
অপ্রতিভ হ'য়ে গেলা অভিমানে
মহেন্দ্র-পর্ব্বতে চলি।

দশরথাদির অযোধ্যা-প্রত্যাগমন।

দুর্জ্জয় ভার্গব বীর হ'লে পরাজিত,
রামের বীরত্বে সবে হ'ল চমকিত।
ল'য়ে চারি পুত্র আর পুত্রবধূগণ,
নিজ দেশে দশরথ দিলা দরশন।

অযোধ্যার রাজভক্ত সুখী প্রজা সব,
আরম্ভিল ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব।
সুন্দর সরযূ-তীরে অযোধ্যা নগর,
পূর্ণকুম্ভ আম্রসারে শোভিল সুন্দর।

ভরত ও শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে গমন এবং রামের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব।

বিবাহের কিছু পরে, সহ শত্রুঘন,
ভরত মাতুলালয়ে করিলা গমন।
সবার আদরে সেথা ভাই দুই জন
নিবিষ্ট হইলা নানা শাস্ত্র অধ্যয়নে।
পিতার নয়নমণি হয়ে অনুক্ষণ,
অযোধ্যায় রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আদেশ তাঁহার পালি', আনন্দিত চিতে,
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর লাগিলা হইতে।
বিশেষ, নিয়ত যেন নব গুণগ্রাম
ধরিতে লাগিলা অঙ্গে গুণগ্রাহী রাম।
বীরত্ব, শিষ্টতা আর চরিত্রের বল,
সে দেহ করিল নিত্য নিবাসের স্থল।

হেন গুণধর রামে রাজ্যভার দিতে,
দশরথ সমুৎসুক হইলেন চিতে।
প্রজারাও তাঁর যেন বুঝি অভিপ্রায়,
যৌবরাজ্য দিতে রামে নিবেদিল তাঁয়।
সকলের হেন প্রীতি রামের উপর
দেখি উথলিল তাঁর প্রীতির সাগর।
পেয়ে পর দিন শুভ, করিয়া মন্ত্রণা,
'কালি রাম রাজা হবে' করিলা ঘোষণা।
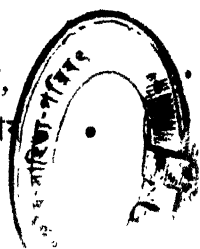
মন্থরার বিষাদ।

রাম-অভিষেক শুনিয়া যতেক
নগরবাসী,
পুরী চারিভিত করে সুসজ্জিত
হরষে ভাসি।
উৎসবের কথা শুধু যথা তথা
সবার মুখে,
পুলকিত-কায় রামগুণ গায়
সবাই সুখে।
কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা সে আসি
জনতা পানে,

শুনিল ঘোষণা— যেন অগ্নিকণা
পশিল কানে।
হৃদয় তাহার খলতা-আধার,
কলুষ-ভরা ;
বিরষ বদনে, কৈকেয়ী-সদনে
চলিল ত্বরা।
গিয়া, দ্রুত-বাণী কহে “ও গো রাণী,
শুনেছ আর ?
রাজা হবে রাম, বড় ধূমধাম
আজি যে তার !”
শুনি আচম্বিতে, মন্থরা হইতে
এ সুখ-বাণী,
স্বর্ণ-অলঙ্কার দিলা পুরস্কার
তাহারে রাণী।
কিন্তু মন্থরায় প্রাণ তাহে ছার
হইল পুড়ে,
ক্রোধে কাঁপে হিয়া, ভূষণ ফেলিয়া
দিল সে ছুড়ে।

কৈকেয়ী ও মন্থরার কথোপকথন।

নিত্যহিতৈষিণী নিজ মন্থরা দাসীর
হেন ভাব দেখি দুঃখ হইল রাণীর।
সুধাইলা রাণী তায় তখন কাতরা,
"হেন ভাব কেন আজি কহ গো মন্থরা!"
তখন মন্থরা দাসী মনে পেয়ে বল,
উগারিল সুধাময় ভাষে হলাহল।
রাজা হ'লে রাম, তাঁরে ভরতে লইয়া
ভিখারিণী হ'তে হবে, দিল বুঝাইয়া।
মন্থরা কুটিলা অতি, কুচক্রেতে দড়,
সহজে হইলা রাণী বিচলিতা বড়।
কাতরা তখন রাণী সুধাইলা তায়,
"মন্থরা গো! তবে এর কি হ'বে উপায়?"
মন্থরা তখন করি বদন-গম্ভীর
কহিল, "এ কাজে রাণী! চাই মতি স্থির।
সহজ বলিয়া ইহা না করিও বোধ,
লঙ্ঘিতে হইবে এতে গুরু-অনুরোধ।
সাধিতে নিজের কাজ কর যদি পণ,
এখন যা বলি, রাণী! শুন দিয়া মন।

অসুরের রণে রাজা হইলে কাতর,
ক'রেছিলে সেবা তুমি তাঁহার বিস্তর।
মহারাজ পরিতুষ্ট হইয়া তাহায়,
দুই বর দিতে, দেবী! চাহেন তোমায়।
শুনেছি, সে বর তুমি না ল'য়ে তখন,
রেখেছ লইবে ব'লে হ'লে প্রয়োজন।
এখন চাহিয়া লও সেই দুই বর,
এক বরে ভরতেরে কর রাজ্যেশ্বর,
বৈরী রামে চতুর্দ্দশ বৎসরের তরে,
বনে পাঠাইয়া দাও আর এক বরে।
প্রজাপুঞ্জ হ'তে রামে করিলে পৃথক্,
ভরতের রাজত্বের ঘুচিবে কণ্টক।
তাই বলি, মান-ভরে থাক গিয়া ঘরে,
বুঝিয়া লইও বর রাজা এলে পরে।"

দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা।

মন্থরার হেন বাণী শুনিয়া কৈকেয়ী রাণী,
বিষ-ভরা ফণিনীর প্রায়,
আহতা হইয়া ঘরে প্রবেশিলা ক্রোধ-ভরে,
যেন কারে দংশন-আশায়।

রাম-অভিষেক-কথা জানাইতে রাজা তথা
আসিলেন কিছুক্ষণ পরে,
রাণীর এ হেন গতি দেখিয়া দুঃখিত অতি
মহীপতি হইলা অন্তরে।
কহিলেন মহিষীরে, "শুভদিনে নেত্র-নীরে
কেন রাণী! ভাস অকারণ,
কহ সত্য সমাচার, করিতেছি অঙ্গীকার,
বাঞ্ছা তব করিব পূরণ।"
এইরূপে মহীপতি আগ্রহ সহিত অতি
রাণীরে করিলে অনুনয়,
মন্থরা দাসীর বাণী স্মরণ করিয়া রাণী,
উপযুক্ত বুঝিলা সময়।
তখন প্রাণান্তকর চাহিয়া সে দুই বর,
করিলেন গরল উদ্গার,
ফণিনী ক্রোধের ভরে, দংশে যেন শত্রুবরে,
বিবরে পাইয়া আপনার।

রামের বন-গমনোদ্যোগ।

কৈকেয়ীর মুখে শুনি এ হেন বচন,
হইলা বিষম দুঃখে রাজা অচেতন।

লভিয়া চৈতন্য পরে কহিলেন তাঁয়,
"কৈকেয়ী! প্রসন্না তুমি হও গো আমায়।
সমীরণ বিনা জীব, জল বিনা মীন,
বরঞ্চ বাঁচিতে, দেবী! পারে এক দিন।
কিন্তু বিনা প্রাণসম রাম গুণাধার,
এ দেহে কখনো প্রাণ না রবে আমার।"
এইরূপে অনুনয় করি কত বাণী
কহিলেন রাজা, কিন্তু না শুনিলা রাণী।
শেষে রাজা করিলেন বহু তিরস্কার,
তথাপি কঠিন পণ ফিরিল না তাঁর।
তখন কাতর ভূপ অনুচর প্রতি,
নিকটে আনিতে রামে দিলা অনুমতি।
নিবেদিলে রামে তাহা অনুচরগণ,
বন্দিলেন আসি রাম পিতার চরণ।
কাতর দেখিয়া তাঁরে অতি ক্ষুণ্ণ চিতে,
বিনয়ে চাহিলা রাম কারণ জানিতে।
রামে তা বলিতে রাজা হইলা বিকল,
কৈকেয়ী অম্লানমুখে কহিলা সকল।
এ হেন অপ্রিয় কথা শুনি মার মুখে,
রামচন্দ্র বিচলিত না হইলা দুখে।

কহিলেন, "ইথে আর কি দুঃখ, জননী,
পিতা! কেন শোকাকুল হন গো আপনি?
পালিতে পিতার সত্য যাইব কানন,
ইহা ত পুত্রের কাজ—ধর্ম্ম সনাতন।
মা গো! তুমি দাও মোর পিতারে সান্ত্বনা,
এখনি যাইব বনে, কি তার ভাবনা?
এইরূপে জনকেরে প্রবোধিয়া রাম,
জনক-জননী দোঁহে করিলা প্রণাম।
প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, গমন সুধীর,
ত্যজিয়া সে কক্ষ তবে হইলা বাহির।

রাম-বনবাস-বার্ত্তা শুনিয়া লক্ষ্মণ,
জ্বলিল তখন ক্রোধে যেন হুতাশন।
কাছে আসি, স্নেহময় রাম-মুখ পানে
চাহিয়া কহিল রোষ-বিষ-দগ্ধ প্রাণে,
"জ্যেষ্ঠে বনে দিয়া, রাজ্য কনিষ্ঠে প্রদান,
আর্য্য! এ অন্যায় কার্য্য সহিবে না প্রাণ।
থাকিতে এ দাস তব, দেখি কোন্ জন,
হেন পাপ-কথা পুন করে উচ্চারণ?"
কহিলে লক্ষ্মণ হেন, রাম সুধীবর,
চপল বলিয়া তাঁরে দূষিলা বিস্তর।

৩

কহিলেন, "সত্যে বদ্ধ পিতার উদ্ধার
যে পুত্র না চায়, ভাই! সে ত কুলাঙ্গার।
বিশেষ, আপন সুখ তরে যেই জন,
করে গুরুজন-আজ্ঞা মর্য্যাদা লঙ্ঘন,
সুখী কবে হয় সে বা ধর্ম্ম কোথা তার,
সে যদি সজ্জন, তবে কে বা দুরাচার ?"
রামচন্দ্র-মুখে হেন হইলে বর্ণিত,
সুবোধ লক্ষ্মণ মনে হইলা লজ্জিত।
রামের মহত্ত্ব বুঝি তিনিও তখন,
বনে যেতে তাঁর সনে করিলেন পণ।

অনন্তর গিয়া রাম কৌশল্যা যথায়,
বন-গমনের কথা বলিলেন তাঁয়।
সহসা শুনিয়া হেন নিদারুণ বাণী,
শোকাবেগে অচেতন হইলেন রাণী।
ক্ষণ পরে হ'লে পুন চেতনা উদয়,
শোকে মনস্তাপে হয়ে তাপিত-হৃদয়,
রাজার অযথা আজ্ঞা করিয়া পালন,
বনে যেতে রামে বহু করিলা বারণ।
রাম কহিলেন, "মা গো! ত্যজ শোক-ভার,
পিতা মম পূজ্যতম দেবতা তোমার।

তাঁর সত্য পালনেতে বিঘ্ন যাতে হয়,
স্নেহে হেন কার্য্য তব সমুচিত নয়।
আশীর্ব্বাদ কর যাতে এ ব্রত পালিয়া,
বন্দিতে চরণ তব পারি মা! আসিয়া।”
এরূপে বিস্তর কহি, করিয়া প্রণাম,
বিদায় মাতার কাছে লইলেন রাম।
গিয়া রাম জানকীর নিকটে তখন,
জানাইলা পিতৃসত্য, কৈকেয়ীর পণ।
শুনিয়া তাঁহার মুখে সকল ঘটনা,
সীতা হইলেন শোক-সাগরে মগনা।
কাননবাসিনী হ’তে নিজে পতি সনে,
অনুমতি চাহিলেন কাতর বচনে।
চিন্তিয়া তখন রাম বনবাস-ক্লেশ,
দিলেন থাকিতে গৃহে তাঁরে উপদেশ।
কিন্তু সীতা বুঝিতেন মনে মনে স্থির,
সুখে দুখে পতিসেবা ধর্ম্মই সতীর।
এই হেতু তুচ্ছ করি রাজভোগ-আশ,
স্থিরতর করিলেন কানন-প্রবাস।
তখন সুমিত্রা মার কাছে রাম গিয়া,
লক্ষ্মণ সীতার সহ বিদায় লইয়া,

মিষ্টভাষে সম্ভাষিয়া পুরবাসিগণে,
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।

রামচন্দ্রাদির বন-ভ্রমণ।

অতিক্রম করি কোশল নগরী,
চলিলা দক্ষিণে রাম,
অবিচল চিতে দেখিতে দেখিতে
নগ নদী বন গ্রাম।
না ছাড়িয়া কায়া ভ্রমে যথা ছায়া,
সঙ্গে তাঁর সীতা যান,
ব্যাকুলা বিভ্রমে, স্থাবরং জঙ্গমে
পতি-হিত-বর চান।
ভ্রাতৃ-পরায়ণ অনুজ লক্ষ্মণ,
রামের দক্ষিণ কর,
যান সাথে সাথে, ধনুঃশর হাতে,
আজ্ঞা পালি নিরন্তর।
সত্য ধর্ম্ম যাঁর দেহে বর্ম্ম, তাঁর
রণে বনে কি বা ভয়?
চরিত্রের বলে, নিখিল ভূতলে,
সতত সর্ব্বত্র জয়।

তাপস-সত্তম, চণ্ডাল অধম,
অভেদে সবাই বনে,
পেয়ে নিজ ধামে, প্রেমময় রামে,
তুষিলেন প্রাণপণে।
বহু বনাশ্রম করি অতিক্রম
এইরূপে, তাঁরা পরে
হৈলা উপনীত, কানন-শোভিত
চিত্রকূট গিরিবরে।

দশরথের মৃত্যু ও ভরতের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন।

হেথায় করিয়া রামে বনে বিসর্জ্জন,
দশরথ হইলেন শোকে নিমগন।
মৃগ বোধে বনে তিনি একদা যৌবনে,
বধিয়াছিলেন অন্ধমুনির নন্দনে।
মুনি তাহে শাপ দেন, "তুমিও রাজন্!
মোর মত পুত্রশোকে ত্যজিবে জীবন।"
সভয়ে সে কথা মনে ভাবি অবিরত,
মুদিলেন আঁখি রাজা জনমের মত।
বনবাসে রাম, রাজা ত্যজিলেন প্রাণ,
হইল অযোধ্যাবাসী শোকে ম্রিয়মাণ।

দেহ ও পাদুকা তব, রাজ-সিংহাসনে
স্থাপন করিয়া শান্তি পাইব এ মনে।”
শুনি ভরতের কথা, করি আলিঙ্গন,
সঁপিলেন তাঁরে রাম পাদুকা আপন।
মস্তকে তখন ল’য়ে পাদুকা তাঁহার,
ভরত অযোধ্যাপুরে ফিরিলা আবার।
পিতার অন্ত্যেষ্টি সেথা সাধি নেত্র-জলে,
রামের পাদুকা রাখি রাজ-ছত্র-তলে,
নন্দিগ্রামে থাকি, রাম-রাজ্যের রক্ষণে
ভরত রহিলা রত ভক্তি-যুত মনে।

শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন।

এ দিকে ভরতে রাম পাঠাইয়া দেশ,
দণ্ডক-কাননে নিজে করিলা প্রবেশ।
সেখানে বধিয়া দুষ্ট বিরাধ রাক্ষস,
ঘুচায়ে আশ্রম-পীড়া লভিলেন যশ।
দেখিলেন শান্তিপূর্ণ শ্যাম মনোরম,
অগস্ত্য সুতীক্ষ্ণ শরভঙ্গের আশ্রম।
এইরূপে ভ্রমি রাম জানকী লক্ষ্মণ,
উপনীত হইলেন পঞ্চবটী বন।

সে বন, দণ্ডক ঘোর বনের ভিতর,
পঞ্চবটিবনশোভা অতি মনোহর।
শূর্পণখা নামে এক রাক্ষসীর সনে,
ভ্রমণ করিতে দেখা হইল সে বনে।
দৃষ্টিমাত্রে মায়াবিনী পাপ-পরায়ণা,
লক্ষ্মণে বরিতে মনে করিল বাসনা।
"লঙ্কার রাবণ রাজা—ভগ্নী আমি তাঁর"
বলি পরিচয় আগে দিয়া আপনার,
জানাইলে লক্ষ্মণেরে নিজ অভিপ্রায়,
হাসি তিরস্কার তিনি করিলেন তায়।
তখন তাঁদের সঙ্গে সীতায় রূপসী
দেখিয়া, করিতে নাশ ধাইল রাক্ষসী।
লজ্জাহীনা সে দুষ্টার কার্য্য দরশনে,
ক্রোধোদয় হ'ল অতি লক্ষ্মণের মনে।
স্ত্রীজাতি অবধ্য, তাই রাখি তার প্রাণ,
বিরূপা করিলা তারে কাটি নাক কান।

রাবণের নিকট শূর্পণখার গমন।

শূর্পণখা যাতনায় কাতর হইয়া,
আনিল তখন বহু রাক্ষসে ডাকিয়া।

ত্রিশিরা দূষণ খর আদি নিশাচর,
আসিয়া রামের সহ করিল সমর।
কিন্তু তারা না সহিল কেহ তাঁর বাণ,
পড়িল সমর-ভূমে—হারাইল প্রাণ।
অবশেষে শূর্পণখা না দেখি উপায়,
রাবণের কাছে তবে ছুটিল লঙ্কায়।
দেখায়ে রাবণে নিজ মুখ কদাকার,
কহিল, "দেখ গো দাদা! দুর্দ্দশা আমার।
পরমা সুন্দরী এক রমণীর সনে,
ভ্রমে দুই ভণ্ড যোগী দণ্ডক-কাননে,
বিনা দোষে কেটে দিয়ে মো'স নাক কান,
করিল তোমার, দাদা! তারা অপমান।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি বীরগণ,
প্রতিশোধ দিতে গিয়ে পাইল নিধন।"

সীতাহরণ।

রাবণ ভগিনী-মুখে শুনি এ বচন,
জ্বলিয়া উঠিল যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রতিশোধ দিতে এর মারীচেরে ল'য়ে,
দণ্ডক-কাননে এল ত্বরান্বিত হ'য়ে।

মারীচে ভ্রমিতে কহি, মৃগ রূপে বনে,
সাবধান রহিল সে আপনি গোপনে।
জানকী হেরিয়া সেই মৃগ চিত্রময়,
ধরিতে কহিলা রামে করিয়া বিনয়।
সীতার বাসনা পূর্ণ করিতে তখন,
মৃগের পশ্চাতে রাম করিলা গমন।
যাইবার কালে হেন কহিলা লক্ষ্মণে,
"নানা শত্রু ভ্রমে, ভাই! এ দণ্ডক-বনে।
কুটীরে না আসি ফিরে আমি যতক্ষণ,
সীতা ছাড়ি কোথাও না করিও গমন।"
এই বলি কিছু দূর গিয়া মৃগ তরে,
ধরিতে না পারি তায় বিঁধিলেন শরে।
"রে লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" ত্যজি এই স্বর,
মরিল মারীচ মৃগরূপী নিশাচর।

হেথা সে কাতর কণ্ঠ করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন সীতা হ'য়ে বিচলিত-মন,
"না জানি বিপদে কি বা পড়িলেন রাম,
লক্ষ্মণ! ডাকিলা তাই ধরি তব নাম।
দ্রুত গিয়া তাঁর কাছে হও উপস্থিত,
বিলম্বে ঘটিবে কোন অহিত নিশ্চিত।"

সীতা দেবী এইরূপ করিলে আদেশ,
সঙ্কটেতে পড়িলেন লক্ষ্মণ বিশেষ।
সন্দেহ করিয়া তিনি রাক্ষসী মায়ায়,
স্থির হ'তে কিছুক্ষণ কহিলা সীতায়।
কিন্তু সীতা অসুখিতা হ'য়ে সে বচনে,
অবাধ্য বলিয়া দোষ দিলেন লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ ব্যথিত তাহে হ'য়ে অতিশয়,
থাকিতে সতর্ক তাঁরে করি অনুনয়,
বনপথ লক্ষ্য করি চিন্তাকুল-মন,
রাম-অন্বেষণে ত্বরা করিলা গমন।
তখন সুযোগে আসি রাবণ সে স্থান,
সীতারে তুলিয়া রথে করিল প্রস্থান।

রামের বিলাপ ও জটায়ুর সহ সাক্ষাৎ।

হেথা মৃগ বধি, দেখিলেন রাম
ঘটনা বিস্ময়কর,
সে ত নহে মৃগ, প্রতারণাময়
ছদ্মবেশী নিশাচর।
চিন্তিত মানসে, কুটীরের পানে,
করিলা সত্বর গতি,

লক্ষ্মণের সহ বন-পথে দেখা
বাড়িল বিস্ময় অতি।
"সীতারে ছাড়িয়া কেন এলে, ভাই!"
সুধাইলা রাম তাঁয়,
শুনি কথা শেষে লক্ষ্মণের মুখে,
বুঝিলা ঘটিল দায়।
অতি দ্রুতগতি, আসিলেন দোঁহে,
তখন কুটীর-দ্বার,
দেখিলেন সীতা কুটীরেতে নাই,
শূন্য সব—অন্ধকার।
অধীর হইয়া সীতা-শোকে রাম,
লক্ষ্মণের সহ বনে,
কাতর নয়নে, চারিদিকে চান,
জানকীর অন্বেষণে।
পাগলের প্রায়, ভ্রমিতে দু'ভাই
এইরূপে বনস্থলে,
সহসা হেরিলা জানকীর এক
আভরণ তরু-তলে।
সেই পথ ধরি, উভয়ে তখন
চলিতে চলিতে বনে,

নিরখিলা এক আসন্ন-মরণ
জীব পড়ি ধরাসনে!
কে সে, কি কারণে রক্তময়-দেহ,
সুধাইয়া তারে রাম,
জানিলেন নিজ পিতৃসখা সেই,
জটায়ু তাহার নাম।
"সীতারে হরিয়া ল'য়ে গেল পাপী
রাবণ রাক্ষস-পতি,
তারে বাধা দিতে সম্মুখ সমরে
আমার এ হেন গতি"—
বলিতে বলিতে, স্নেহের সুপাত্র
শ্রীরামে সম্মুখে রাখি,
নীরব হইল জনমের মত,
জটায়ু মুদিল আঁখি।
সীতার কারণে, হ'ল পিতৃসখা
প্রাচীন জটায়ু হত,
শোকাকুল প্রাণ হইল রামের
দ্বিগুণ শোকেতে নত।
সাধি জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি তখন
মিলিয়া লক্ষ্মণ সনে,

কাতর হৃদয়ে, চলিলেন পুন,
সীতারে খুঁজিয়া বনে।

সীতান্বেষণ।

এইরূপে নানা স্থান ভ্রমি দুই জন,
ঋষ্যমূক গিরিবরে দিলা দরশন।
সেই খানে বীরবর সুগ্রীবের সনে,
বদ্ধ হইলেন রাম সখ্যের বন্ধনে।
পরে তাঁর সহ গিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগর,
নাশিলা বানরপতি বালী বীরবর।
অঙ্গদ বালক-বীর বালীর তনয়,
স্নেহ-ভাবে রাম তারে দিলেন অভয়।
হনুমান জাম্ববান সুষেণাদি কত
বীর যোদ্ধা সুগ্রীবের ছিল অনুগত।
সুগ্রীবের সনে হলে রামের প্রণয়,
হইল রামের বশ সেই বীরচয়।
তখন সীতার তত্ত্ব আনিবার তরে,
চারিদিকে তারা সবে চলিল সত্বরে।
জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতি হইতে,
রাবণের দেশ তারা পারিল জানিতে।

তখন সাগর-পার লঙ্কাপুরে গিয়া,
সীতাতত্ত্ব হনুমান দিলেন আনিয়া।
রাবণকুমার অক্ষ আদি রক্ষোগণে,
আসিবার কালে তিনি নাশিলেন রণে।
নন্দনের মত শোভা ছিল যে লঙ্কার,
পোড়াইয়া করিলেন তাও ছারখার।
হনুমান-মুখে হেন তত্ত্ব সমুদয়
পেয়ে রোষ-মত্ত হ'ল রামসৈন্যচয়।

বিভীষণের সহিত রামের মিত্রতা ও সাগর-বন্ধন।

এ দিকে রামেরে সীতা করিতে অর্পণ,
রাবণে সুযুক্তি দিলা ভ্রাতা বিভীষণ।
কিন্তু তিনি হ'য়ে তায় ক্রোধিত অপার,
শত্রুবোধে করিলেন লাঞ্ছনা তাঁহার।
এইরূপে বিভীষণ পড়িয়া সঙ্কটে,
শরণ লইলা আসি রামের নিকটে।
রাম তাঁরে মিত্রভাবে করিয়া গ্রহণ,
লঙ্কার রাজত্ব দিতে করিলেন পণ।
সেতু বান্ধি জলরাশি হয়ে পরে পার,
সসৈন্যে উঠিলা রাম কূলেতে লঙ্কার।

রাবণের কাছে দূত করিলা প্রেরণ,
হয় দাও সীতা, নয় দাও আসি রণ।

রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ।

স্বপনে বিপদ-চিন্তা না করি অন্তরে,
রাবণ ভাসিতেছিল বিলাস-সাগরে।
কেমনে পাইবে কবে জানকীর মন,
এই ধ্যানে নিশিদিন ছিল নিমগন।
সহসা শুনিয়া রামে আসিতে লঙ্কায়,
উঠিল জ্বলিয়া উগ্র অনলের প্রায়।
আপনা ক্ষমতার করি আস্ফালন,
করিল সংগ্রাম-আশে গভীর গর্জ্জন।
সীতারে পরমা সতী দরশন করি,
নিকষা রাবণ-মাতা, রাণী মন্দোদরী,
বিনয়ে কহিলা মুক্ত করিতে সীতায়,
রাবণ না দিল কান কিন্তু সে কথায়।
নিজ সৈন্যগণ প্রতি মুহূর্ত্তে লঙ্কেশ,
সমর-সজ্জিত হ'তে করিলা আদেশ।
আজ্ঞামাত্র রণবাদ্য বাজিল উল্লাসে,
সাজিল রাক্ষস-সৈন্য সমর-বিলাসে।

কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষস-নিধন ও মেঘনাদ-বধ।

এ দিকে রামের সৈন্য বীরেন্দ্র বিস্তর,
নাশিতে রাক্ষস-সৈন্য হল অগ্রসর।
মহোৎসবে দলে দলে ভ্রমি ইতস্তত,
বেড়িল সকলে লঙ্কা মক্ষিকার মত।
দুই পক্ষে মহাযুদ্ধ বহুদিন ধ'রে,
হ'ল অগণিত সৈন্য নিহত সমরে।
রাবণের পুত্র পৌত্র আত্মীয় নিচয়
কত যে মরিল, তার সংখ্যা নাহি হয়।
ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, প্রিয় বীরবাহু সুত,
হ'ল সেই রণে মহানিদ্রা-অভিভূত।
যুবরাজ মেঘনাদ মহাবীর্য্যবান,
করিয়া তখন রণ-সজ্জা পরিধান,
পূজিতে অভীষ্টপ্রদ দেব হুতাশনে,
যজ্ঞালয়ে পশিলেন উৎসাহিত মনে।
বিভীষণ-মন্ত্রণায় এমন সময়,
লক্ষ্মণ সহসা সেথা হইয়া উদয়,
মেঘনাদ সহ করি ঘোরতর রণ,
শমন-ভবনে তাঁরে করিলা প্রেরণ।

শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।

মেঘনাদবধ-বার্ত্তা শুনি দূত-মুখে,
হইলা রাবণ রাজা বজ্রাহত দুখে।
গর্জ্জিল জলধি যেন প্রলয়-পবনে,
জ্বলিতে লাগিল বহ্নি বিশাল নয়নে।
কম্পিত করিয়া পৃথ্বী বীরপদ-ভরে,
বীরেন্দ্র সসৈন্যে যাত্রা করিলা সমরে।
হুঙ্কারিছে তথা রাম-সৈন্য সংখ্যাতীত,
সমুদ্রে সমুদ্র যেন হইল পতিত।
দশানন পুত্রহন্তা লক্ষ্মণের সনে,
সে সিন্ধু মন্থিয়া মত্ত হৈলা ঘোর রণে।
যুদ্ধ করি বহুক্ষণ তাঁহার সহিত,
শক্তিশেলাঘাতে তাঁরে করিলা মূর্চ্ছিত।

রাবণবধ।

লক্ষ্মণে মূর্চ্ছিত রাম করি নিরীক্ষণ,
অন্তরেতে পাইলেন দারুণ বেদন।
শোক-সিন্ধু উথলিল প্রাণের মাঝার,
নয়নে দেখিলা যেন ভুবন আঁধার।

কিন্তু পুন প্রকাশ না হ'তে দিনমান,
এ ঘোর শোকের তাঁর হ'ল অবসান।
চিকিৎসক সুষেণের উপদেশ মতে,
হনুমান গিয়া গন্ধমাদন-পর্ব্বতে,
লক্ষ্মণে ওষধি আনি করাইল ঘ্রাণ,
যতনে করিল তাঁর ক্ষত স্থানে দান।
তখন চেতনা পেয়ে উঠিলা লক্ষ্মণ,
প্রাণশূন্য দেহে রাম পাইলা জীবন।
নববলে পুনরায় হ'য়ে বলবান,
রাবণে আপনি যুদ্ধে করিলা আহ্বান।
ক্রোধে ক্ষোভে মোহে মত্ত দুর্জ্জয় রাবণ,
আইল দ্বিগুণ দর্পে করিবারে রণ।
অস্ত্রপাত সিংহনাদ সৈন্য-কোলাহল,
পূর্ণ হ'ল রণভূমে, ধরা টলমল।
হইল বিপুল যুদ্ধ, বহু সৈন্যক্ষয়,
শ্রান্ত রাম, তবু ক্ষান্ত রাবণ না হয়;
তখন সমস্ত শক্তি সহ ক্রোধে অতি,
ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপিলা রাম রাবণের প্রতি।
দারুণ প্রাণান্তকর সে অস্ত্রের বলে,
রাবণ লুণ্ঠিত হ'য়ে পড়িলা ভূতলে।

'জয় রাম' শব্দে পূর্ণ হইল সে দেশ,
লঙ্কায় হইল ঘোর রণ-রঙ্গ শেষ।
ভূতলে শায়িত হ'লে বীরেন্দ্র রাবণ,
বিচলিত হ'ল অতি শ্রীরামের মন।
বহু চিন্তা এল হেন বীর-পরাজয়ে,
চলিলা রাবণ-পাশে সঙ্কুচিত হয়ে।
সম্মুখে তখন রামে করি নিরীক্ষণ,
অতীব কাতরকণ্ঠে কহিলা রাবণ,
"স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিলাম, রাম!
ক্ষমা কর, ইহলোক ত্যজি চলিলাম।
সংসারে অকার্য্য আমি করিলাম অতি,
কাঁপে হৃদি সে সকল স্মরিয়া সম্প্রতি।
না জানি হে প্রতিফল কি ঘোর যাতনা,
ভুঞ্জিতে চলিনু কোথা, বড় সে ভাবনা।
মম দীর্ঘ জীবনের 'শিক্ষা'এ সময়,
কহিব তোমারে, রাম! তুমি গুণময়।
সুকার্য্যে হইলে ইচ্ছা সাধিও সত্বর,
কুকার্য্যে করিও কাল-বিলম্ব বিস্তর।
হ'য়ে এই সুনীতির প্রতিকূলগামী,
সংসারে যাতনা বহু পাইলাম আমি।"

রামচন্দ্রে এইরূপ হিত-কথা বলি,
বীরেন্দ্র রাবণ গেলা পরলোকে চলি।

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ও সীতারাম-মিলন।

দুরন্ত রাবণ বীর মরিলে, এ পৃথিবীর
হ'ল যেন কণ্টক মোচন,
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরামের, বিভীষণ রাবণের
করিলেন অন্ত্যেষ্টি-সাধন।
রামচন্দ্র নরবর, প্রীতি-ভরে অনন্তর,
ধর্ম্মশীল মিত্র বিভীষণে,
বসাইলা হরষিত, নানা-রত্ন-বিরচিত
লঙ্কার কনক-সিংহাসনে।
রামের আদেশ মতে, অশোক-কানন হ'তে
সীতায় তখন বিভীষণ,
পুলক-পূরিত প্রাণে, শ্রীরামের সন্নিধানে,
করিলেন যত্নে আনয়ন।
কিন্তু বহু দিন সীতা, রাবণের অপহৃতা
ছিলেন অশোক-বন-বাসে,
এই হেতু পুনরায়, পত্নী রূপে রাম তাঁয়
লইতে নারিলা অনায়াসে।

সতীত্বরূপিণী সীতা, হইলেন পরীক্ষিতা,
সাধারণ সমক্ষে তখন,
সীতার সতীত্ব-ব্রত চিরকাল অব্যাহত,
সকলে বুঝিল বিলক্ষণ।
এইরূপে পূর্ণকাম হইয়া বীরেন্দ্র রাম,
সহ সীতা পুলকে পূরিত,
আরোহি পুষ্পক-রথে অযোধ্যাগমন-পথে
চলিলেন স্বজন সহিত।

রামচন্দ্রাদির স্বদেশ-প্রত্যাগমন।

পূর্ব্বপরিচিত কত গিরি নদী বন
দেখিতে দেখিতে রাম জানকী লক্ষ্মণ,
কত দিবসের কত অতীত ঘটনা
চলিলেন পরস্পর করি আলোচনা।
ক্রমে সবে সন্নিহিত হ'লে অযোধ্যার,
ভরতের কাছে রাম দিলা সমাচার।
রাম-আগমন-বার্ত্তা রাম-দূত-মুখে
শুনিয়া ভরত পূর্ণ হইলেন সুখে।
অগ্রসর হ'য়ে নিজে সেবকের বেশে,
অর্চ্চনা করিয়া রামে ল'য়ে গেলা দেশে।

অযোধ্যার প্রজাগণ নিরখিয়া তাই,
অতুল আনন্দ-নীরে ভাসিল সবাই।
কৌশল্যা সুমিত্রা পেয়ে হৃদয়ের ধন,
মৃত দেহে যেন পুন লভিলা জীবন।

রামের রাজ্যাভিষেক।

ভরত তখন দেখি সুন্দর সময়,
কহিলেন রামচন্দ্রে করিয়া বিনয়,
"সেবকের আশা পূর্ণ করিতে তোমার,
নিজ করে লহ, আর্য্য! নিজ রাজ্য-ভার।
আজ্ঞাধীন থাকি সদা মোরা তিন ভাই,
স্নেহের ছায়ায় তব জীবন জুড়াই।"
শুনি ভরতের হেন সরল বচন,
প্রীতমনে রাম তাঁরে দিলা আলিঙ্গন।
অনন্তর বশিষ্ঠাদি মিলি মুনিগণে,
রাজ্যে অভিষেক রামে করিলা যতনে।
সর্ব্বজনে প্রীতি দান করি কুতূহলে,
বসিলা তখন রাম রাজ-ছত্র-তলে।
স্নেহ দয়া ন্যায় দানে তিনি অবিরত,
পালিতে লাগিলা প্রজা সন্তানের মত।

অল্প দিনে চারিদিকে হইল প্রচার,
রাম-রাজ্যে স্বর্গসুখ মর্ত্তের মাঝার।

সীতার বনবাস।

মনোমত রাজ্য পত্নী পেয়ে ভ্রাতৃগণ,
কিছুকাল সুখে রাম করিলা যাপন।
সেই সুসময়ে গর্ভ-লক্ষণ সীতার
হইল প্রকাশ, হর্ষ বাড়িল সবার।
করিবারে জানকীর পূর্ণ মনস্কাম,
প্রীতচিত্তে সদা রত রহিলেন রাম।
এ সময় এক দিন নিয়োজিত চরে
সুধাইলা রাম, তত্ত্ব জানিবার তরে।
"প্রজার সমস্ত কথা করিতে জ্ঞাপন,
ভদ্র! তুমি নিয়োজিত কার্য্যেতে আপন
কিন্তু নিত্য দেহ মোরে প্রিয় সমাচার,
অপ্রিয় কেহ কি কিছু কহে না আমার?'
তখন কহিলা চর করি যোড় কর,
"পূর্ণ তব যশে, দেব! অযোধ্যা নগর।
শুধু এক কথা শুনি ব্যথা পাই মনে,
নিবেদিতে সাহস না করি শ্রীচরণে।

ছিলেন জননী সীতা রাবণ-আলয়,
চরিত্র সে রাবণের মন্দ অতিশয়।
তথাপি আপনি সীতা করিলা গ্রহণ,
এই কথা কহে শুধু কোন কোন জন।”
নিদারুণ বাক্য এই করি শ্রুতিগত,
সহসা হইলা রাম যেন বজ্রাহত।
বহু কষ্টে শোকাবেগ করি সংবরণ,
করিলা অনুজগণে কাছে আনয়ন।
চর-মুখে শুনিলেন তিনি যে সকল,
কহিলেন তাঁহাদের কাছে অবিকল।
অনন্তর বলিলেন, “শুন, ভ্রাতৃগণ!
রাজার উচিত কার্য্য প্রজার রঞ্জন।
সে রাজ-চরিত্রে হ’লে প্রজার সংশয়,
দুর্নীতি অবশ্য রাজ্যে পাইবে প্রশ্রয়।
এই হেতু জানকীরে করি বিসর্জ্জন,
ইক্ষ্বাকু-কুলের চাহি কলঙ্ক-মোচন!”
শুনিয়া রামের কথা, দেখি ভাব গতি,
ভীত বিষাদিত সবে হইলেন অতি।
অনুনয় করি বহু বুঝাইলা তাঁয়,
কিন্তু তিনি না দিলেন মন সে কথায়

কহিলেন, সম্বোধন করিয়া লক্ষ্মণে,
"রেখে এস, ভাই! তুমি জানকীরে বনে।
সাক্ষাৎ করিতে মুনিপত্নীগণ সহ,
সীতার অন্তরে জাগে বড়ই আগ্রহ।
সে ইচ্ছাও পূর্ণ কর, ল'য়ে যাও ত্বরা,
বহিতে না পারি আর কলঙ্ক-পসরা।"
শুনি তাঁর মুখে হেন কঠিন বচন,
বিষাদে ব্যাকুল অতি হইলা লক্ষ্মণ।
উঠিল শোকের সিন্ধু উথলিয়া চিতে,
বহিতে লাগিল অশ্রু যুগল আঁখিতে।
পর দিন প্রাতে রবি না হ'তে উদিত,
সারথি সুমন্ত্র রথ করিল সজ্জিত।
তপোবন দর্শনের ছলে সীতা ল'য়ে,
উঠিলা লক্ষ্মণ রথে বিষাদিত হ'য়ে।
পার হইলেন গঙ্গা গিয়া কিছু পথ,
বাল্মীকির তপোবনে প্রবেশিল রথ।
লক্ষ্মণ তখন স্মরি আপনার ব্রত,
কাঁদিতে লাগিলা অজ্ঞ বালকের মত।
সহসা এ ভাব তাঁর করি দরশন,
কাতরে চাহিলা সীতা জানিতে কারণ।

লক্ষ্মণ তখন তাঁরে কহিলে সকল,
মূর্চ্ছিতা হইয়া সীতা পড়িলা ভূতল।
ক্ষণপরে জ্ঞান লাভ করি পুনরায়,
কহিতে লাগিলা হ'য়ে উন্মাদিনী প্রায়:
"জনমদুঃখিনী আমি সীতা নাম ধ'রে,
জন্মিনু ধরায় শুধু দুঃখ-ভোগ তরে।
নহে, কেন রাজ্য ধন দেব-সম পতি
পেয়েও, আজন্ম হেন ভুঞ্জিব দুর্গতি ?
লক্ষ্মণ রে! যাও ফিরে অযোধ্যা-ভবন,
আর্য্যপুত্রে দেহ গিয়া সান্ত্বনা এখন।
কর্ম্মফল ভোগ আমি করিব নিজের,
এ দোষ কাহারে দিব, দুঃখ বা কিসের!"
এইরূপ কহি সীতা কাতর-বচনে,
লক্ষ্মণে বিদায় দিলা অযোধ্যা-গমনে।
তিনিও সীতারে বন্দি,-সুদুঃখিত চিতে,
ফিরিলা অযোধ্যা অশ্রু মুছিতে মুছিতে।
লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে সীতার অন্তর,
হইল অধিকতর শোকেতে কাতর।
ভবিষ্যৎ ভাবি সীতা তখন আপন,
করুণ রোদনে পূর্ণ করিলেন বন।

সীতার বাল্মীকি-আশ্রমে অবস্থান।

কানন-মাঝার শুনি হাহাকার
তপস্বিকুমারগণ,
হইয়া বিস্মিত আইল ত্বরিত
আগ্রহ-পূরিত মন।
দেখিল কামিনী, ভুবন-মোহিনী,
বসি একাকিনী বনে,
শোকাকুল মন, আনত আনন,
কাঁদেন আপন মনে।
সবে তা দেখিয়া, চলিল ছুটিয়া,
বাল্মীকি বসিয়া যথা,
বিষাদে বিকল, তাঁরে অবিকল
কহিল সকল কথা।
শিশুদের ভাষে, বুঝিয়া আভাসে,
সীতার সকাশে গিয়া,
মুনি মহামনা, ঘুচা'তে বেদনা,
কহিলা সান্ত্বনা দিয়া,
"জানি গো মা সতী! কেন যে সম্প্রতি
বন-মাঝে গতি তোর,

যে ব্যথা মরমে, যাবে কি জনমে ?
আয় মা ! আশ্রমে মোর।”
এই রূপে তাঁর , লঘু দুঃখ-ভার
করিয়া সুধার ভাষে,
যতনে লইয়া গেলেন চলিয়া
আপন কুটীর বাসে।

কুশলবের জন্মাদি বিবরণ।

প্রজার রঞ্জন হেতু সীতা দিয়া বনে,
নিজে পাইলেন রাম বড় ক্লেশ মনে।
সীতার মোহিনী মূর্ত্তি, স্বভাব সুন্দর,
অঙ্কিত রহিল তাঁর মনে নিরন্তর।
তবু রাজাসনে তিনি বসিতেন যবে,
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যেন নিরখিত সবে।
করিতে এরূপে রাজ্য, সুখ-শান্তি-ধাম,
নিজে সর্ব্বসুখত্যাগ করিলেন রাম।

বাল্মীকির তপোবনে সীতার হেথায়,
কাটিতে লাগিল কাল মনের ব্যথায়।
কয় মাস গত হ'লে এইরূপে তাঁর,
জন্মিল সুন্দর অতি যমজ কুমার।

আকারে প্রকারে তারা রূপে সমতুল,
একটি বোঁটায় যেন ফোটা দুটি ফুল।
সে দুই শিশুরে মুনি আনন্দিত মনে
পালিতে লাগিলা, রাখি নিজ তপোবনে।
শিশু দুই অনুরূপ হইল রামের,
কুশ লব দিলা নাম বাল্মীকি তাদের।
ক্রমে জ্ঞানোদয় হ'লে শিশুদের চিতে,
যতনে লাগিলা মুনি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে।
স্বরচিত গীত রাম-চরিত সুন্দর,
গায়িতে সুতানে শিক্ষা দিলা মুনিবর।
কিন্তু যে তাহারা হয় তনয় রামের,
অজ্ঞাত রাখিলা মুনি এ কথা তাদের।
তবু তারা কিসে পায় রাজপুরে স্থান,
করিতে লাগিলা মুনি তাহারি সন্ধান।

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে বাল্মীকির নিমন্ত্রণ।

হেন কালে এক দিন লিপি এক খানি,
রাজপত্রবাহী এক দিল তাঁরে আনি।
করিবারে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন,
মহারাজ রামচন্দ্র করিলা মনন।

সে পত্রে মুনিরে শিষ্যগণের সহিত
অনুরোধ ছিল যজ্ঞে হ'তে উপস্থিত।
এ হেন সুযোগ মুনি করি নিরীক্ষণ,
অন্তরে পরমানন্দ পাইলা তখন।

ভাবিলেন সীতা শুনি এই সমাচার,
রামচন্দ্র পরিণীত হইলা আবার।
যে হেতু সে মহাযজ্ঞে এরূপ বিধান,
সস্ত্রীক করিতে হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কিন্তু পরক্ষণে পুন শুনিলা যখন,
সুবর্ণের সীতামূর্ত্তি করিয়া গঠন,
সঙ্কল্প করিলা রাম যজ্ঞ সম্পাদনে,
বহিল তখন অশ্রু সীতার নয়নে।

যজ্ঞের দিবস পরে হ'লে উপনীত,
মুনিবর হইলেন মনে আনন্দিত।
সঙ্গে ল'য়ে কুশলবে, নৈমিষ-কাননে
চলিলেন অশ্বমেধ-যজ্ঞ দরশনে।
গিয়া তথা দেখিলেন ক্রিয়াকাণ্ড সব,
অবারিত দানস্রোত, অপূর্ব্ব উৎসব।
কুশলবে কহিলেন, "মিলায়ে সুতান,
বীণা-যোগে গাও হেথা রামায়ণ-গান।

শুনিলে ও সুকণ্ঠের সুধাময় গীত,
হইবেন সমাগত সবে আনন্দিত।”
আর্ কহিলেন, “যদি শুনি এই গান,
মহারাজ রামচন্দ্র পরিচয় চান,
কহিও, ‘বাল্মীকি-শিষ্য মোরা দুই জনে,
বাল্যকাল হ'তে থাকি তাঁর তপোবনে’।”

কুশলবের রামায়ণ-গান।

এ হেন উপদেশ শুনিয়া মুনি-মুখে,
গাহিয়া রামায়ণ দুজনে ভ্রমে সুখে।
মোহিনী বীণা যোগে শ্রবণ-প্রীতিকর,
ললিত গীত শুনি মোহিত নারীনর।
সকলে কহে, “কভু শুনি নে স্বর হেন,
বালক দুটি চাঁদ বরষে সুধা যেন।”
আনিয়া নিজে রাম শুনিয়া সেই গীত,
দেখিয়া তাহাদের হইলা বিমোহিত।
কি যেন নব ভাব পশিল হৃদে গিয়া,
পরাণে স্নেহ-রস উঠিল উছলিয়া।
রচিলা মহাসভা শুনিতে সেই গান,
পুলকে সকলের উঠিল নেচে প্রাণ।

এ হেন সভা-তলে প্রবেশি কুশলব,
মোহিনী বীণা যোগে তুলিলা সুধা-রব।
সে মহাকবিবর-রচিত অতুলিত
গায়িল রাম-সীতা-প্রণয় সুললিত।
সে গীত-সুধা পান করিয়া প্রীতিভরে,
ভুলিল শোক দুখ সকলে ক্ষণ তরে।
শুনি সে গীত, শুধু রামের আঁখি দিয়া,
নীরবে দুটি ধারা পড়িল গড়াইয়া।

বাল্মীকিকর্ত্তৃক কুশলবের পরিচয়-প্রদান।

সে সভার এক দিকে পরম শোভিত,
ছিল নারীদের তরে স্থান নিরূপিত।
বসিয়া কৌশল্যা রাজ-মাতা সেই স্থলে,
করিলেন দরশন কুমার-যুগলে।
রাম সীতা উভয়ের মূরতি মধুর,
আকারে তাদের সহ মিলিল প্রচুর।
ব্যাকুলা হইয়া তাই কহিয়া লক্ষ্মণে,
আনিলেন কাছে সেই বালক দুজনে।
কোলে ল'য়ে কহিলেন করিয়া আদর,
"বাছা রে! তোদের দেখি হইনু কাতর।

কি নাম তোদের, তোরা কাহার তনয়,
হৃদয় জুড়া রে মোর দিয়া পরিচয়।
শুনিয়া কহিল তারা সুমধুর বাণী,
"মা গো! মোরা কার পুত্র, কিছুই না জানি।
কুশ আর লব—এই নাম দুজনার,
পালেন বাল্মীকি মুনি, শিষ্য মোরা তাঁর।"
তখন বাল্মীকি আসি কহি বিবরণ,
রামে কহিলেন সীতা করিতে গ্রহণ।
রাম কহিলেন, "দেব! দোষ ভাবি মনে,
আমি ত সীতারে ত্যাগ করি নাই বনে।
না হয় বিষণ্ণ ক্ষুণ্ণ যদি প্রজাগণ,
এখনি সীতারে পুন করিব গ্রহণ।"

সীতা-সমাগম ও বিয়োগ।

সীতার সৌভাগ্যোদয় মনে করি স্থির,
আনন্দ তখন বড় বাল্মীকি মুনির।
কহিলা সীতারে গিয়া সুমধুর বাণী,
"বিষাদে কেন মা আর ও গো রাজরাণী!
আজিও রামের মনে স্মৃতি মা তোমার
জাগিছে, পেয়েছি আমি প্রমাণ তাহার।

রাজমাতা রাজভ্রাতা রাজ-পরিজন,
তোমার তরে মা! ব্যস্ত সকলের মন।
চিরদিন কষ্টে কাল কাটাইলি বনে,
প্রজারা মহত্ত্ব তোর বুঝিবে কেমনে?
ঘুচাইব আজি আমি সংশয় সবার,
চল মা! আমার সাথে, মুছ আঁখি-ধার।"

পাইবেন পুন সীতা রাম দরশন,
আনন্দে না হ'ল তাঁর বাক্য নিঃসরণ।
জনমদুখিনী করি সুখ-আশা মনে,
চলিলেন রাজপুরে বাল্মীকির সনে।
মুনিবর সীতা সহ গিয়া সভাস্থলে,
কহিলা গম্ভীরস্বরে সম্বোধি' সকলে :
"পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী রামের বনিতা,
সমানীতা সভাতলে এই দেবী সীতা।
উঁহার চরিত্রে যদি দ্বিধা করি মনে,
তপঃফল পণ্ড মম হউক এক্ষণে।
এ হেন লক্ষ্মীরে ল'য়ে সুখী হন রাম,
সভাস্থ সজ্জন! মোর এই মাত্র কাম।
ইথে কারো সন্দেহ কি আপত্তির লেশ
থাকে যদি, প্রকাশিয়া বলুন বিশেষ।

কহিয়া গম্ভীরে ইহা সভার ভিতর,
নিরস্ত হইলে পরে জ্ঞানী মুনিবর,
সভায় উঠিল হর্ষ-কোলাহল অতি,
সমাগত সবে প্রায় দিলেন সম্মতি।
শুধু কেহ কেহ ইহা ভাবি অনুচিত,
করিতে সম্মতি দান হইলা কুণ্ঠিত।
তাহাতে হইলা রাম বড়ই কাতর,
ছিন্ন ভিন্ন যেন তাঁর হইল অন্তর।
অসহ্য হইল কিন্তু এ শোক সীতার,
নিমেষে হইল ম্লান সর্ব্ব-অঙ্গ তাঁর।
"ধরণী গো! স্থান দে মা, তনয়ারে কোলে"
ভূতলে পড়িলা সীতা এই কথা ব'লে।
মুদিত হইল আঁখি-পদ্ম মনোহর,
আর না শুনিল কেহ সে কণ্ঠের স্বর!

রামের সীতা-শোক।

এইরূপে সীতা পবিত্র-চরিতা
প্রাণবিহীনা হ'লে,
রাম রঘুমণি, মূর্চ্ছিত তখনি,
পড়িলা ধরণী কোলে।

সে মহাসভায়, ঝটিকার প্রায়,
শুধু হায় হায় রব,
উঠিল তখন অতীব ভীষণ,
শোকে নিমগন সব।
বহু শুশ্রূষায়, শেষে পুনরায়,
গতনিদ্র প্রায় রাম,
জানকীরে স্মরি, উঠিলা সিহরি,
ভুঞ্জিবারে পরিণাম।
যে চিত্র যতনে গাঁথা হল মনে,
না হ'ল জীবনে লয়,
যে শোক চরমে, পশিয়া মরমে,
না হ'ল জনমে ক্ষয়।

যোগিসমাগম।

সীতা-শোকে নিশিদিন ভাবি অবিরাম,
রাজকার্য্য পরিহার করিলেন রাম।
এইরূপে কয় দিন হইলে অতীত,
আপন দায়িত্ব মনে হইল উদিত।
যে গুরু কারণে বনে ত্যজিনু সীতায়,
স্মরি যে কর্ত্তব্য, পেয়ে হারাইনু তাঁয়,

অবশ্য কর্ত্তব্য সেই করিব পালন,
রামচন্দ্র করিলেন এই দৃঢ় পণ।
সীতাশোক অপ্রকাশ রাখিয়া যতনে,
হইলা নিরত পুন রাজ্যের পালনে।
পরে রাজা রামচন্দ্র একদা যখন,
নিজ গুরু কার্য্যভার করেন চিন্তন,
তখন লম্বিতজট সুবিশাল-কায়
যোগী এক উপনীত হইলা সেথায়।
কহিলেন তিনি রামে, "শুন নরবর!
নির্জ্জনে কহিব কিছু তোমার গোচর।
কিন্তু এই সত্যে কর বাধিত আমায়,
আসিলে তখন কেহ, ত্যজিবে তাহায়।"
সম্মত হইয়া রাম যোগীর বচনে,
দিলা দ্বার-রক্ষা-ভার ডাকিয়া লক্ষ্মণে।
তিনিও তখন দ্বারে গিয়া প্রীত চিতে,
সাবধানে সে আদেশ লাগিলা পালিতে।

দুর্ব্বাসা-সমাগম।

যোগী সহ ছিলা রাম গৃহেতে যখন,
দ্বারে আসিলেন মুনি দুর্ব্বাসা তখন।

লক্ষ্মণেরে কহিলেন তিনি উগ্র ভাষে,
ল’য়ে চল মোরে শীঘ্র রামচন্দ্র পাশে।”
তখন লক্ষ্মণ তাঁরে কহি সমুদয়,
বিশ্রাম লভিতে বহু করিলা বিনয়।
কিন্তু সে কথায় তাঁর রোষানল চিতে
জ্বলিল দ্বিগুণ যেন, লাগিলা কহিতে,
“রে লক্ষ্মণ! নাহি জান মুনি দুর্ব্বাসায়,
তুচ্ছ জন সম তুমি ঘৃণিছ আমায়!
কহিলাম, যদি চাহ রঘুকুলে হিত,
সাবধান! নাহি কর বিলম্ব কিঞ্চিৎ।”
মুনিমুখে শুনি হেন কঠোর বচন,
লক্ষ্মণ করিলা তুচ্ছ বিপদ আপন।
করিবারে তুষ্ট রোষাবিষ্ট দুর্ব্বাসায়,
রামের সমীপে ল’য়ে চলিলেন তাঁয়।
লক্ষ্মণ মুনিরে ল’য়ে আসিলে সে স্থান,
বিদায় লইয়া যোগী করিলা প্রস্থান।
সমাগত মুনিবরে তখন শ্রীরাম,
আসন নির্দ্দেশ করি, করিলা প্রণাম।
শেষে তাঁর অভিপ্রায় হয়ে অবগত,
পূর্ণ করিলেন রাম যতনেতে কত।

পরিতুষ্ট হয়ে মুনি রামের সেবায়,
গেলা চলি আশীর্ব্বাদ করি বহু তাঁয়।

লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামের দেহত্যাগ।

প্রস্থান করিলে মুনি, স্মরি নিজ পণ,
হইলা আকুল রাম লক্ষ্মণ কারণ।
এমন সময় আসি লক্ষ্মণ সেথায়,
কহিতে লাগিলা নমি শ্রীরামের পায়,
"চরণে তোমার আজি কহি অকপটে,
সত্য শিখিয়াছি দেব! তোমার নিকটে।
পালিতে পিতার সত্য প্রবেশি কানন,
সত্যময় করিয়াছ জীবন আপন।
হইবারে মুক্ত আজি নিজ সত্য-দায়,
বিদায় প্রসন্নমনে দেহ গো আমায়।"
কহিয়া এরূপে রামে, কাতর লক্ষ্মণ
জনমের মত তাঁর বন্দিলা চরণ।
তখন অযোধ্যাপুরী ত্যজিয়া অচিরে,
উপনীত হইলেন সরযূর তীরে।
পুণ্যোদকে পূত-স্নান করি আচরণ,
শোকগ্রস্ত দেহ-ভার করিলা বর্জ্জন।

বিসর্জ্জি অনুজে হেথা সর্ব্বগুণধাম
শোক-নীরে নিমগন হইলেন রাম।
চিরদুঃখ-সহচর লক্ষ্মণের মুখ,
স্মৃতিপথে শেল সম হল জাগরূক।
অন্তরের সুখ শান্তি ঘুচিল সকল,
যাতনা সহিতে প্রাণ রহিল কেবল।
কিছু দিন মাত্র যাপি এইরূপে রাম,
অনন্ত শান্তির কোলে লভিলা বিরাম,
যদি ও আপনি চির নিদ্রায় নিদ্রিত.
রহিল অনন্ত কীর্ত্তি চির জাগরিত।
রাম সম সত্যপ্রিয় ন্যায়বান নরে
লক্ষ্মণ ভরত সম অনুজ-নিকরে,
সীতা সম সতীতে হইয়া সুগঠিত,
ভারতের প্রতিগৃহ হউক শোভিত

শিশুরঞ্জন রামায়ণ সম্বন্ধে

সংবাদপত্রাদির মত।

"এডুকেশন গেজেটের" সমালোচনায় স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয়ের নিজের মতঃ—অল্পবয়স্ক বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার চারিত্র পঞ্জিকা রামায়ণের সারাংশ অতি সংক্ষেপে পদ্যে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের জন্য এইরূপ সমস্ত পুস্তকই পাঠ্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এডুকেশন গেজেট।

"অনুসন্ধান" পত্রে [illegible]লোচনায় স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ—কবি বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া, মহর্ষি বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সারভাগ বা সরভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ..ভাষা, ভাব, ছন্দ, বর্ণনা সমস্তই অতি মনোহর সৌন্দর্য্যময়। নবকৃষ্ণ বাবুর এই "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" বিদ্যালয় ব্যতীত বাঙ্গালার বালক বালিকা ও বয়স্থা স্ত্রীলোকদেরও আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত।

অনুসন্ধান।

এই কাব্যপুস্তকখানির আকার অতি ক্ষুদ্র—১২ পেজি ৫ ফর্ম্মা মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে সাত কাণ্ড রামায়ণের সমস্ত ঘটনাই প্রায় কৌশলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত। শিশুদিগের জন্য পুস্তকখানি রচিত, কিন্তু যুবা বৃদ্ধ যিনিই ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই ক্ষণকালের জন্য সত্যযুগের সুখী লোক হইয়া পড়িবেন, বইখানি এমনি সুন্দর।

ভারতী।

এই পুস্তকখানি মহাকবি বাল্মীকির বৃহৎ রামায়ণ আদর্শ করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে সরল পয়ারাদি ছন্দে লিখিত হইয়াছে।...রামায়ণের ন্যায় কোন গ্রন্থেই পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, পাতিব্রত্য প্রভৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে প্রণালীতে তাঁহার রামায়ণখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবারও সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সহচর।

মূল রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ শিশুদিগের অধিগম্য নহে, সেই জন্য একখানি শিশু রামায়ণের এত দিন বিশেষ অভাব ছিল। সুখের বিষয়, নবকৃষ্ণ বাবু সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা বেশ সরল, প্রাঞ্জল ও মনোহর।

হিতবাদী।

গ্রন্থকার রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অংশ লইয়া যে "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" রচনা করিয়াছেন, উহা শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। অধিকন্তু উহা পাঠে সৎপ্রবৃত্তিগুলিও উন্নত হইবে।

হিন্দুরঞ্জিকা।

শুধু শিশুরঞ্জন কেন—ইহা পাঠে যুবা বৃদ্ধ সকলেই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।...গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। ভাষাটিও বেশ সরল ও প্রাঞ্জল।

বঙ্গনিবাসী।

বাল্মীকির অত বড় রসসাগর কাব্য খানি যে নবকৃষ্ণ বাবু এত ক্ষুদ্রাকারে আনিয়াও সরস রাখিতে পারিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার গুণপনায় মোহিত হইয়াছি।

সুরভি ও পতাকা।

নবকৃষ্ণ বাবু শ্যামার তরল ও মধুর কণ্ঠেই বাল্মীকির গীত গাইয়াছেন, শিশুর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধও এ গীত শুনিবার জন্য কাণ না পাতিয়া পারিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালার শিশুদিগের হাতে আমরা এই "শিশুরঞ্জন রামায়ণ"খানি দেখিতে পাইলে বস্তুতই বড় সুখী হইব।

সারস্বত পত্র।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমগ্র রামায়ণটী পয়ারাদি ছন্দে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছেলেদের পাঠ্য। বইখানি বেশ হইয়াছে। লেখার বাঁধুনি-গাঁথুনি পরিপাটী। এরূপ রচনা বালকদের কণ্ঠস্থ করিতে কষ্ট হইবে না। এই গ্রন্থখানি স্কুলে প্রচলিত হওয়া উচিত।

বঙ্গবাসী।

তরলমতি বালকদিগের নীতিশিক্ষার জন্য নবকৃষ্ণ বাবু সরল পদ্যে রামায়ণ-সমুদ্র মন্থন [illegible] নীতি ও সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন।...আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।

সময়।

এই পুস্তকের ভাষা যেমন সহজ, কবিতাগুলিও তেমনি মিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বালকবালিকাকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা অনুরোধ করি।...বইখানা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা কেমন সুন্দর হইয়াছে।

সখা।

এই পুস্তকে সংক্ষেপে সরল পদ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের স্থূল বিবরণ নবকৃষ্ণ বাবু অতীব সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের সর্ব্বতোভাবে পাঠোপযোগী হইয়াছে।

প্রকৃতি।

"শিশুরঞ্জন রামায়ণ" প্রকৃত প্রস্তাবেই শিশুরঞ্জন হইয়াছে। হিন্দু-বালকদিগের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থই পাঠ্য; হিন্দুবিদ্যালয়মাত্রেই এই গ্রন্থের আদর হওয়া উচিত। শিক্ষক ও পরিদর্শক মহাশয়দিগের কাছে যদি "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" আদৃত না হয়, তবে দোষ গ্রন্থকর্ত্তার নহে—দোষ শিক্ষক ও পরিদর্শকদিগের।

দৈনিক।

তাঁহার রামায়ণের এই সংক্ষিপ্তসারটুকু বাস্তবিকই অতি সরস, সরল ও পরিপাটি। সুকবি বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খ্যাতি আছে, শিশুরঞ্জনেও তিনি যে সরল সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছেন, তাহাতে শিশু কেন, যুবা বৃদ্ধও মোহিত হইবে। [illegible] শিশুদের চরিত্রগঠনের জন্য যিনি এ সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, [illegible] পক্ষেই ধন্য-বাদের পাত্র।

[illegible] গ্যাস।

[illegible] হস্তিই কবিতার ৬০ পৃষ্ঠায় [illegible] সংক্ষেপে বর্ণিত [illegible] তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গুণপনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই [illegible] পাঠ করিয়া বালকগণ রামায়ণের স্থূল গল্প ও নীতি যেমন [illegible] করিবে, সেইরূপ মূল রামায়ণ পাঠেও অনুরাগী হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

[illegible] এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা পাঠ করিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। ইহার ভাষা এত [illegible] বিশুদ্ধ যে, সরলমতি বালকগণ তাহা উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের [illegible] আগ্রহের সহিত কণ্ঠস্থ করিবে। এইরূপ পুস্তকই বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

ঢাকাপ্রকাশ।

আমরা এই ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থখানি পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।... বালকেরা ছোট বেলা হইতে যাহাতে অনায়াসে রামায়ণ পড়িতে পারে, রামায়ণের উপাখ্যান সকল শিখিতে পারে, গ্রন্থকার তাহার সুন্দর উপায় করিয়াছেন।

সম্মিলনী।

Babu Navakrishna Bhattacharya's *Shishuranjana Rámáyana* is an excellent little booklet and we are not surprised to see that it has already passed into a second edition. As its name implies, it is the Ramayana for juvenile entertainment—the boys' Ramayana in short. It is as good as its title-page. ...Babu Bhattacharya has done his work well. It is intersting to see how he has been able to com[illegible] the great story within his few 12mo. pages. The wonder is that he has not omitted any material incident. At the same time he tells his story with fluency and lucidity. ...This *Rámáyana* [illegible] will be welcome [illegible] more than the little boys and girls [illegible] our schools.

[illegible]

Sisuranjana Rámáyana by Navakrishna Bhattacharyya is one of the [illegible] elementary books in Bengali that we [illegible] seen for a long time. It consists of [illegible] *Rámáyana* in verse. The verses are [illegible] simple in style. The book [illegible] well fitted [illegible] teach children the Bengali language [illegible] them in an easy and agreeable way with [illegible] cipal incidents of an epic which should [illegible] all Hindus.

The Indian [illegible]

The book gives the skeleton [illegible] or rather its main incidents, in [illegible] Bengali verse. There is genuine poetry [illegible] of the book, and the versification is varied [illegible] The idea of making the moral lessons of our [illegible] familiar to young minds in this way is excellent [illegible] Babu Navakrishna Bhattacharyya the author [illegible] for putting it into practice in the present instance.

It is a book new of its kind. The author has endeavoured and we must confess successfully to render the historical events of *Rámáyana* in melodious sweet verse to be read and recited by young children of the vernacular schools. The author is a poet of established reputation, and it is superfluous to say that his rendering is free from those errors which are common among the works by the authors of the present day.

The National Guardian

This book, though intended only for the boys, cannot fail to prove delightful reading for the adult. ..It is vast deal more salutary for Hindu children to get by heart poems from this little book than the reading of [illegible] es of crows, jackals [illegible] d elephants in the modern primers.

The Amritabazar Patrika.

[illegible] is written in verse and in an [illegible] nt style and [illegible] Babu Navakrishna B[illegible] deserves much [illegible] and credit [illegible] havi[illegible] [illegible] te in so few pages [illegible] whole [illegible] poet. The book will [illegible] ice [illegible] reat to our young children.

The Bengalee.

[illegible] rses are written in a style of simplicity which [illegible] y creditable to the author's command of his native [illegible] t [illegible] renders the work pre-eminently suited to the [illegible] he boys in the junior classes.

The Saturday Herald.

[illegible] serve well as a class-book in our primary verna- [illegible] we feel no hesitation in recommending it.

The Hindu Patriot.

The st[illegible] and the meter varied, and the book is eminent[illegible] fi[illegible] use in the vernacular schools in Bengal.

The Indian Mirror.